জাতীয় অধ্যাপক
ডাঃ নুরুল ইসলামের

কবিতা

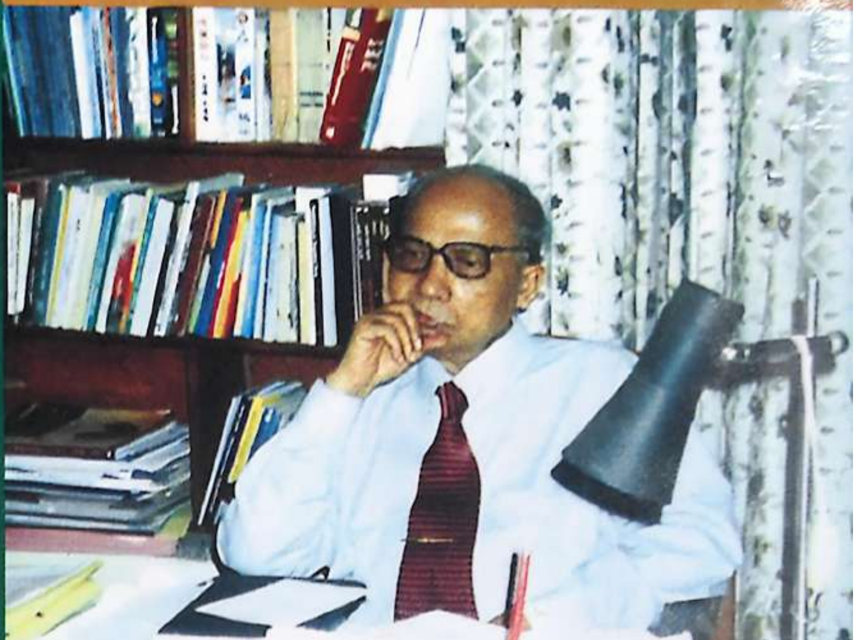

Eid greetings to all students of USTC
আমার প্রার্থনা
আমার কথা
সুদিনে-দুর্দিনে
আমি ভালবাসি
আমার জন্মভূমি
রাঙ্গামাটির রাঙ্গা পুরুষ
রাঙ্গামাটির মানুষ
ফোবানাকে শুভেচ্ছা
সন্ত্রাস দমনে সরকার এবং বিরোধীদল
আমার মা
আমার স্ত্রী আনোয়ারা
আমার ভাবী ও বড় ভাই
নূর-এ-জান্নাত আয়েশা ইসলাম দিনা
মা নীনা
নাতি-নাতনীরা
ক্যাপ্টেন রাসেল ও ডাঃ নীনাকে
কালাম, রেণু, আরেফিন ও চার নাতনী
আমার তিন নাতনী : কল্পী, তুবা, চেল্‌সী
আলহাজ্ব ডাঃ অদুদকে
হে পথিক

কবিতা

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের

কবিতা

এ আই ইসলাম

এম এ জব্বার

কবিতা

সম্পাদক

এ আই ইসলাম
বি এ (সম্মান), এম এ
সম্পাদক, তামাক সংবাদ

এম এ জব্বার
এম এ (অর্থনীতি), এল এল বি
নির্বাহী সচিব, আধুনিক

প্রকাশনায় :
আনোয়ারা-নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা -১২০৫
প্রথম প্রকাশনা : নভেম্বর, ২০০৩
শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা
ইউ এস ডলার : ৫
কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ মঞ্জুরুল হক ও শফিকুল ইসলাম
মুদ্রণে :
এ্যাড রূপসী বাংলা
১৪০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা-১০০০

কবিতা

আমাদের কথা

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম শুধু চিকিৎসক হিসেবেই নন, লেখক হিসেবেও সুপরিচিত। ইতোমধ্যে তাঁর কয়েকটি বই খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 'প্রেসক্রিপশন', তাঁর জীবনের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে লেখা 'জীবনস্রোতে' এদের মধ্যে অন্যতম। ধূমপান বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশে তিনি প্রধান পুরুষ। এ বিষয়ে তাঁর সকল রচনা সম্বলিত 'Tobacco Control in Bangladesh : The Man Behind' বইটি তিনি উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেছেন। আমরা আনন্দিত। বিক্ষিপ্ত ভাবে তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন যেগুলো নিয়ে ছোট্ট একটা প্রকাশনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি আমাদের উৎসাহিত করেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এই বইটি জনগণের হাতে তুলে দিলাম। তাঁকে কবি হিসেবে পরিচিতি দেয়ার জন্য নয়, তাঁর কবিতা-প্রীতি জনগণকে জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। এটা তাঁর জীবনের একটা বিশেষ দিক হিসেবে পাঠক গ্রহণ করবেন এই প্রত্যাশা রইল।

এ আই ইসলাম

এম এ জব্বার

সূচীপত্র

Eid greetings to all students of USTC	০৭
আমার প্রার্থনা	০৮
আমার কথা	০৯
সুদিনে-দুর্দিনে	১৫
আমি ভালবাসি	১৬
আমার জন্মভূমি	১৯
রাঙ্গামাটির রাঙ্গা পুরুষ	২১
রাঙ্গামাটির মানুষ	২২
ফোবানাকে শুভেচ্ছা	২৩
সন্ত্রাস দমনে সরকার এবং বিরোধীদল	২৫
আমার মা	২৮
আমার স্ত্রী আনোয়ারা	২৯
আমার ভাবী ও বড় ভাই	৩০
নূর-এ-জান্নাত আয়েশা ইসলাম দিনা	৩১
মা নীনা	৩২
নাতি-নাতনীরা	৩৩
ক্যাপ্টেন রাসেল ও ডাঃ নীনাকে	৩৪
কালাম, রেণু, আরেফিন ও চার নাতনী	৩৫
আমার তিন নাতনী : কক্সী, তুবা, চেল্‌সী	৩৬
আলহাজ্ব ডাঃ অদুদকে	৩৭
হে পথিক	৩৮

কবিতা

About his poem "Eid greetings to all students of USTC"

A real teacher is the true lover and well wisher of his students. This proverb has been reflected in his poem "Eid greetings to all students of USTC". Prof. Islam is the Founder & Vice Chancellor of the University of Science & Technology Chittagong (USTC). This is the first technical private university in the country established under the Private University Act 1992. The beginning of the USTC was not a bed of roses for him. As it is very usual, Prof. Islam had to face lot of troubles since vested groups tried their best to destroy the growth and development of the USTC. Sometimes they used the innocent students as a tool for creating troubles in the campus. This sometimes invited unrest. Prof. Islam was not upset for all the troubles. With his strong determination and faith in Allah he could face the troubles. Inspite of all the odds he had no deficit of love and well-wishes for his students. His call "you may have many a threat, ignore those, and build your life great" is a moral saying in the perspective of the present day socio-economic status of life. The new generation has much to learn from this poem.

Editors
A I Islam
M A Jabbar

EID GREETINGS

TO ALL STUDENTS OF USTC

You are all my children
I pray for you all
Your unrest hurts me little
Still I pray for you all
Let you enjoy every EID
Be free from lust and greed
You may have many a threat
Ignore those
And build your life great.

আমার প্রার্থনা

জীবনের কতদিন বাকি, নাহি জানি,
নিশ্চয় মরিতে হবে এ কথাটি মানি।

আশার শেষ নেই সকলের মনে,
আমিও তেমন অনেকেই তা মানে।

সব পেয়েছি এ জীবনে চিত্ত পরিতোষ,
খোদার অসীম দয়ায় নাইকো আফসোস।

শুধু একটি দোয়া মাগি জীবনের শেষ দিনে,
ইউএসটিসি টিকে থাক সবার কল্যাণে।

চলার পথে অনেক দোষ, অনেক ভুল হয়,
আমারও সে ভুল হয়েছে নিশ্চয়।

সৃষ্টিকর্তা দয়াময়ের ক্ষমা সীমাহীন,
তাঁর কাছে ক্ষমা চাই আমি দীনহীন।

তুমি মোরে ক্ষমা করো হে মহামহিম
আমার অরিদের দাও দয়া তুমি অসীম।

আমার কথা - ১

জন্ম আমার অজ গ্রামে
গরীব সন্তান
তালে তালে এগিয়ে গেছি
খোদা মেহেরবান।

ছোট্টবেলায় বাবা মারা যান
বড়ভাই আছহাব
বাবার মত আদর দিতে করেনি হিসাব।

মেজভাই-এর ডাক্তারীতে
মুগ্ধ হত প্রাণ
আশা ছিল ডাক্তার হব
বাড়বে হয়ত মান।

ইকবাল মামা দয়ার সাগর
ছিল মহৎ প্রাণ
কোলকাতায় তাঁর বাড়ীতে
দিলেন আমায় স্থান।

মাঝখানেতে ফাঁদে পড়ি
টাকা পয়সা নাই
স্যার আদমজীর খবর পেয়ে
তাঁর অফিসে যাই।

আমার কথা শুনে তিনি
করলেন টাকা দান
শেষ পর্যন্ত ডাক্তারীতে
দিলাম মনপ্রাণ।

আমার কথা - ২

ডাক্তারী পরীক্ষা শেষে
বৃত্তি পেয়ে যাই
টিডিডি পড়বার তরে
বিলেত চলে যাই।

পরীক্ষায় প্রথম হলাম
মায়ের দোয়া পেয়ে
অধ্যাপক আমায় নিলেন
অফিসে ডাক দিয়ে।

বললেন, 'তুমি দেশে ফির
এমআরসিপি করে
এতে তোমার বাড়বে মান
দেশে যাবার পরে।

তুমি যদি চাও
আমি লিখিব সরকারে
আশা করি ছুটি দেবে
সরকার দয়া করে।'

এ কথা শুনে আমি
মানত করলাম
মায়ের দোয়াতে
মোর পূর্ণ মনস্কাম।

আল্লাহর রহমত হল
বন্ধু পেয়ে গেলাম
দু'জন এক সাথে
পড়তে লাগলাম।

আমার কথা - ৩

অক্টোবরে পরীক্ষা দিয়ে
এমআরসিপি হই
আমার দেয়া উচিত ছিল
এ কথা সে কয়।

মনে মনে ঠিক করি
জানুয়ারীতে যাব
পরীক্ষায় পাশ করে
দেশে ফিরে যাব।

মাঝখানেতে বেশি করে
পড়াশুনা করি
প্রথম বার সবার দোয়ায়
যেন পাশ করি।

জানুয়ারীতে পরীক্ষা দিয়ে
মাকে শুধু জানাই
দোয়া যেন করেন তিনি
আমি রক্ষা পাই।

পাশ করেছি শুনে আমি
নিজেও অবাক হই
তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রামে
দেশেতে জানাই।

কেউ বলে মিথ্যা কথা
কেউ বলে ঠিক
মা আমার জানত শুধু
আসলে সঠিক।

আমার কথা - ৪

জামাই অদুদ খবর পেয়ে
খুশিতে লাফায়
এ খবরটি তৎক্ষণাৎ
সকলকে জানায়।

জীবনের প্রথম ধাপ
এমনিতে কাটাই।
মায়ের দোয়া যে কত শক্তিশালী
তার বহু প্রমাণ পাই।

১৯৬২ সালে বিবাহ বন্ধন
আনোয়ারা এসে মোরে করে আলিঙ্গন।
১৯৬২ সালে চট্টগ্রামে যাই
প্রফেসর হিসাবে আমি পশ্চিমা ঠেকাই।
১৯৬৩ সালে নাফিল্ড ফেলো হই
আমার আগে এ সুযোগ অন্যের ভাগ্যে নাই।
১৯৬৫ সালে আমার জীবনে
মরহুম মোনায়েম সাহেব পরিবর্তন আনে।
নিজহাতে দিয়ে বলেন ইসলামকে বসাও
পিজির সর্বোচ্চ আসনে।
এরপর ২৪ বছর সেখানে কাটাই।
দেশের সকল এফসিপিএসদের ছাত্র হিসাবে পাই।
বিসিপিএস, বিএমআরসি সব কিছুতেই আমি
বিসিপিএস সভাপতি বলে নাহি আমি জানি।
মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হউক অনুরোধ আসিল

আমার কথা - ৫

আমি যেন ভিসি হই চাহিল সকলে।
ক্ষমা চেয়ে নিলাম আমি ইউএসটিসি তরে
এমন হলে দুটোই যাবে পড়িবে বিকলে।

আল্লাহর রহমত আর মায়ের দোয়ায়
দিন দিন ইউএসটিসি-র মান বেড়ে যায়।
দেশ-বিদেশে এ প্রতিষ্ঠান পরম গরিমায়
অনেকে এখানে এসে ভর্তি হতে চায়।

লাভের অংশ কম রেখেছি জনগণের তরে
পেশাদার নার্সিং হোমের এতে দুঃখ বাড়ে।
লোকসানে তারা সবে মনের দুঃখে মরে
মনে মনে ফন্দি করে ইউএসটিসি বন্ধের তরে।
এহেন অবস্থাতেও সকলে নীরব
মন্ত্রীদের হাত নাই দেশের ধ্বংস হউক।

চট্টলার মন্ত্রী সংখ্যা এবারেতেই বেশি
চাকুরীটা টিকে থাকলে তারা সবে খুশি।
এমন একটি প্রতিষ্ঠান যদি ধ্বংস হয়
তাদের কোন দুঃখ নাই চাকরী বন্ধ হয়।
আপনি বাঁচা এই ভাবনায় সকলে পাগল
দেশ যদি ডুবে যায় ভাবনা তাদের নাই
সবকিছু চলে গেলেও নিজের মঙ্গল চাই।

সুদিনে-দুর্দিনে কবিতার মর্মকথা

১৯৮০ সালে কিছু হিংস্র পরশ্রীকাতর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ক্ষমতায় থাকার সুবাদে অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে চাকুরী থেকে বিনা কারণে অপ্রত্যাশিত ভাবে অব্যাহতি দেন। এই আদেশ জারির পর তাঁর শুভাকাংখীরা মর্মাহত হন এবং সমবেদনা প্রকাশ করেন। অপর দিকে কিছু সংখ্যক লোক আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে। আদেশ পাবার পর পিজি থেকে বিদায় নেবার সময় অনেকেই হাসপাতালের প্রবেশ-পথে ভিড় জমায় এবং অশ্রু-সজল নয়নে তাঁকে বিদায় দেন। অন্যদিকে গুটি কয়েক জন নিজ নিজ কামরায় আনন্দে গল্প করতে থাকে। পরবর্তীতে আইনের লড়াইয়ে জয়ী হয়ে সুপ্রিমকোর্টের রায় নিয়ে অধ্যাপক ইসলাম যখন পিজিতে প্রবেশ করেন ঐ দিন সারা সকাল তাঁকে তারা অফিসে কাজ করতে দেয়নি। শুধু সহানুভূতি এবং তাঁর গুণগান করতে দেখা যায়। সে দিনকার দৃশ্য এবং মানব চরিত্রের এই বিচিত্রদিক এবং তোষামোদীদের অবস্থা এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

সম্পাদক
এ আই ইসলাম
এম এ জব্বার

সুদিনে-দুর্দিনে

জীবনের গতিপথে বিচিত্র ধারায়
দেখেছি অনেক লোক অনেক আকারে,
স্মৃতির অতল তলে চলে গেছে হায়
তবুও তাদের মুখ আজ মনে পড়ে।
সুদিনে এসেছে যারা সাজিয়ে স্বজন
তোষামোদে যারা মোরে করেছে বিচল
সকালে বিকেলে যারা থেকে সারাক্ষণ
স্তুতি আর মিষ্টি হেসে করেছে পাগল,
দুর্দিনে দেখেছি আমি তাদের স্বরূপ
হেথা হোথা অজুহাতে কেমনে পালায়
তাদের চিনেছি আমি জেনেছি সে রূপে
জীবনের গতিপথে বিচিত্র ধারায়।
বাড়িয়েছি হাত যাদের বিপদের দিনে
তাদের বিজয় যেন আমার দুর্দিনে
এরাও মানুষ নামে পরিচিত হয়
মিথ্যার গহনে যেন সত্যের বিলয়।

কবিতা

আমি ভালবাসি - ১

আমার মা জননী
আমার গর্ভধারিণী
বিপদে সান্ত্বনা ভয়, শংকা-হারিণী
অপূর্ব রমণী।
সারাজীবন ছিল না হতাশা
তার ছিল না ভয়,
ছিল স্রষ্টায় ভরসা।

আমি ভালবাসি
আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের
সন্তানের মত এরা আমায় ভালবাসে
বড় কোলাহল, গোলমাল সব মেটাবার মানসে
বিপদের দিনে এরা সবাই দাঁড়ায় আমার পাশে।

মাঝে মাঝে ভুল করে
সে ভুলে তারা নাচে
আমি যাই তাদের পাশে।

আমি ভালবাসি - ২

আমি ভালবাসি
আমার গরীব কর্মচারীদের
তারা কাজ করে যায় নীরবে, শান্ত মনে
দাবি নিয়ে আন্দোলনে নাই
আসে না সামনে
অল্পতে তুষ্ট তারা
আমার কারণে।

আমি ভালবাসি যারা আমায় কষ্ট দেয়
দাবি-দাওয়া পেশ করে অপমান
আমি জানি একদিন না একদিন
এদের হবে অবসান।

সকল চট্টলবাসী
আমায় ভালবাসে সীমাহীন
এতে সবে ডুবে যায়।
আমি ভালবাসি চট্টলা স্বদেশ
এখানে জন্ম আমার এখানে উন্মেষ
প্রাণভরে ভালবাসি এদের অবদান।

আমি ভালবাসি - ৩

ইউএসটিসির জন্ম দিয়ে আমার প্রয়াস
কেউ কেউ করতে চায় এর সর্বনাশ।
ভয় নাহি পাই আমি এদের আচরণে
আশা মোর হবে জয় এদের পলায়নে।

আশাহত করেনি আমায়
কোন অপমান
পরম করুণাময় রাখিবে সম্মান।
ইউএসটিসি রক্ষা পাবে ঘুচায়ে অপমান
সর্বোপরি আমি জানি খোদা মেহেরবান।
এতসব ভালবাসার আছে প্রতিদান
ঘুচে যাবে দুঃখ বহিবে সম্মান।

আমার জন্মভূমি

হে মোর স্বদেশ বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জন্ম নিয়েছ তুমি।
আশা ছিল সোনার বাংলা হবে
শংকাহীন দিনগুলোতে সবাই সুখে রবে।

সময় পেরিয়ে গেছে বহুযুগ ধরে
সুখের নিশানা তবু চোখে নাহি পড়ে।
হানাহানি মারামারি হত্যা আর সন্ত্রাস
দিন দিন করিতেছে আমাদের গ্রাস।

রাজনীতি নাই এখানে আছে দলনীতি
ঘুষেতে ডুবিছে দেশ নাহি কোন নীতি।
শঙ্কায় সবাই থাকে নহে নিরাপদ
চারিদিকে শুধু যেন বিপদ আর বিপদ।

এমন দুখের দিনে হে খোদা মেহেরবান
তুমি বিনে নাহি আছে মোদের পরিত্রাণ।
জোড় হাতে ভিক্ষা মাগি তোমার অশেষ দান
এ দেশকে বাঁচাও তুমি হে রহিম রহমান।

রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মানিক লাল দেওয়ান এবং রাঙ্গামাটির পুলিশ সুপার জনাব হুমায়ুন কবিরকে কবিতার ছন্দে লেখা চিঠি সম্পর্কে -------

"ইউএসটিসি হেলথ্ টীম" গ্রাম বাংলার আপামর জনসাধারণের দ্বারগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অধ্যাপক ইসলামের উদ্যোগে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইউএসটিসি হেল্থ টীম এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন - চকরিয়া, বাজালিয়া, সেন্টমার্টিনস্, কক্সবাজার, টেকনাফ, পেকুয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, ইদগাহ, চন্দনাইশ, ঝিনাইদহ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জিলায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে এ কার্যক্রমের সুফল ও প্রশংসার পাশাপাশি স্থানীয় লোকদের তরফ থেকে হেল্থ টীমকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা ও আতিথেয়তা ছিল খুবই উষ্ণ।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ইউএসটিসি হেলথ্ টীমের কর্মসূচী এবং স্থানীয় জনসাধারণ, চেয়ারম্যান ও পুলিশ সুপারের আতিথেয়তার জবাব দিতে গিয়ে তিনি কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। কবিতা দুটিতে অধ্যাপক ইসলামের সহজাত সরলতা, কৃতজ্ঞতা ও প্রকৃতিপ্রীতি অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

সম্পাদক
এ আই ইসলাম
এম এ জব্বার

রাঙ্গামাটির রাঙ্গা পুরুষ

২৩ ডিসেম্বর ২০০২ ইং

জনাব মানিক লাল দেওয়ান
চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ
রাঙ্গামাটি।

আমি কবি নই। আপনার এলাকায় আমার সংক্ষিপ্ত সফর আমাকে এত বিমুগ্ধ করেছে যে আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে কবিতার আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেছি। কথাগুলো আমার আন্তরিক অনুভূতির আক্ষরিক প্রকাশ। কবিতার মাপকাঠিতে এর কোন মূল্য নেই স্বীকার করি, তবুও পাঠালাম একটা অনুভূতিকে কিছুটা স্থায়িত্ব দেয়ার মানসে।

"রাঙ্গামাটির রাঙ্গা পুরুষ তুমি স্নেহময়
তোমার তুলনা তুমি, আর কেহ নয়।

দিন যাবে, কাল যাবে, তবু মনে রবে
সুবিমল ভালবাসা তুমি দিয়েছ সবে।

দোয়া করি মনে প্রাণে দীর্ঘজীবী হও
সাফল্যের ঝাণ্ডা উড়াই চলুক তোমার নাও।

বেঁচে থাকো যুগে যুগে তুমি মৃত্যুহীন
অনন্তকালের মাঝে হবে না বিলীন।"

কবিতা

রাঙ্গামাটির মানুষ

২৩ ডিসেম্বর ২০০২ ইং

জনাব হুমায়ুন কবির
পুলিশ সুপার
রাঙ্গামাটি

'রাঙ্গামাটি' নামের বাহার থাকলেও এটি উন্নয়নশীল বাংলাদেশের একটি স্বল্পোন্নত এলাকা, পাহাড়ী অঞ্চল। সরলপ্রাণ, কোমলহৃদয়ের মানুষ এখানকার এলাকাবাসী। তাঁরা অল্পে সন্তুষ্ট। পাহাড়ী অঞ্চলে, ক্ষেতে চাষ করে নিজের পরিশ্রমের ফসল খেয়ে বেঁচে থাকে তাঁরা। এ যেন-

'ছোট ঘরে বড় মন লয়ে
নিজের দুখের অন্ন খায় সুখী হয়ে।'

এখানে সুবিস্তৃত পাহাড় আছে, পাহাড়ের পাদদেশে হ্রদ আছে, গাছপালা আছে। অনেক আগাছা পুষ্টিরস শোষণ করে সুস্থতার লক্ষণ দেখিয়ে, সবল সতেজ হয়ে বেড়ে উঠেছে।

এমন একটা অবহেলিত অবস্থায় ৩১.৩৪ একর জমি দখল করে ৩৪,৩০৩ টি (আমার আজকে লাগানো গাছটিসহ) বৃক্ষরোপণ একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। আরও আশ্চর্যের বিষয় এতসব সম্ভব হয়েছে থানা পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরের একান্ত প্রচেষ্টায় সরকারী অনুদান ছাড়া। একজন লোকের সততা, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস ও মনের দৃঢ়তা সৎকাজে কতটুকু সফলতা বয়ে আনতে পারে এটি তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

অর্থ নয়, সৎকর্মের প্রতি একাগ্রতা, মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ একজন লোকের জন্য কত বিশাল সফলতা বয়ে আনতে পারে এই প্রকল্প তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও সকলের অনুকরণীয়। দেশের জন্য, জাতির জন্য, বস্তুতঃ সকলের জন্য এই প্রকল্প এক বিরাট সম্পদ।

আপনার সফলতার সাক্ষী এ প্রকল্প দীর্ঘজীবী হউক।

গুণমুগ্ধ

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইউএসটিসি।

জনাব নাজমুল হক হেলাল
আহ্বায়ক, ফোবানা সম্মেলন
ডেট্রয়েট, মিশিগান
ইউএসএ

৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

আমি এবং আমার ছেলে আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম এখন দেশে ফিরে এসেছি। ফোবানা সম্মেলনে আমাদের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়, কোনদিন ভুলতে পারব না। বিদেশে আপনারা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন।
ঐক্যের মাধ্যমে সফলতা আসবে। দোয়া করি সুখে থাকুন। আপনাদের ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বল এবং সুখের হউক। বলতে ইচ্ছে করে,

ফোবানাকে শুভেচ্ছা

মিশিগানে মিশে গেছি
গান নাহি জানি
তাতে মোর দুঃখ নাই
এ কথাটি মানি।

'ফোবানা' তোমার নাইকো তুলনা
মিলনের প্রাণ তুমি কখনও ভুলব না।

এখনও রয়েছে যারা কিছুটা তফাতে
সবাই আসবে চলে দুহাত মিলাতে।

দেশের মঙ্গল হউক সকলেই চাই
প্রেমের বন্ধন ছাড়া অন্য গতি নাই।

দেশের মঙ্গল তরে সবে যেন কাজ করে যাই
ফোবানা সফল হউক শুভেচ্ছা জানাই।

কবিতা

সন্ত্রাস দমনে সরকার এবং বিরোধীদল সম্পর্কে অধ্যাপক ইসলামের কবিতা

একজন দেশপ্রেমিক, চিকিৎসক, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবি হিসেবে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের মনের একান্ত কথাগুলোই ফুটে উঠেছে "সন্ত্রাস দমনে সরকার এবং বিরোধীদল" কবিতাতে। তাঁর মতে মারামারি, হানাহানি ও সন্ত্রাসী কাজকর্ম সমাজে কখনো শান্তি ও মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। তাই এসব পরিহার করে সরকার কিংবা বিরোধীদল তথা সকলেরই মিলেমিশে উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। এতেই সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের ও জনগণের মঙ্গল হবে।

সম্পাদক
এ আই ইসলাম
এম এ জব্বার

সন্ত্রাস দমনে সরকার এবং বিরোধীদল

সন্ত্রাস হানাহানি আর মার-ধর
দিন দিন বাড়িতেছে প্রতি ঘর ঘর
সরকার বলে এরা আছে সবাই ভিন্ন দলে
বিরোধীরা বলে এরা সরকারী সকলে।

কে কি বলে তাতে কিছু আসে নাহি যায়
দেখি মোরা প্রতিদিন কত প্রাণ ক্ষয়,
কাগজের পাতা দেখে ভীত হয় সবাই।
যদি না এহেন ক্ষতি রোধ করি সবে,
শান্তি নাহি পাব মোরা দুঃখী এ ভবে।

জীবনের দাম আছে শান্তি চাই সবাই
সরকার বিরোধী নিয়ে তর্ক যুক্তি নাই,
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক হই সবাই।

যদি চলে দুয়ে মিলে সোজা এক দিক
সন্ত্রাস পাবে না ঠাঁই পালাবে নিশ্চিত,
দেশের মঙ্গল কাজে এটাই সঠিক।

পারিবারিক পরিবেশে

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম

যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষী ও দেশপ্রেমিক সমাজের মানুষকে যেভাবে ভালবেসেছেন তেমনি পারিবারিক পরিমণ্ডলেও তাঁরা ছিলেন একাধারে প্রেমময়ী স্বামী, আদর্শ পিতা, স্নেহময়ী দাদা কিংবা নানা ও বন্ধুসুলভ ব্যক্তিত্ব। এমনি একজন ব্যক্তিত্ব হলেন জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম। তাঁর মাকে লিখা "আমার মা", স্ত্রীকে লিখা "আমার স্ত্রী আনোয়ারা", দুই কন্যা, নাতি-নাতনী এবং বাল্যবন্ধু ডাঃ আবদুল অদুদ-কে লেখা কবিতাগুচ্ছ থেকে পাঠক মহল পারিবারিক মণ্ডলেও অধ্যাপক ইসলামের সহজাত মায়ামমতার বন্ধন ও আদর্শ খুঁজে পাবেন। তাঁর "জীবন স্রোতে" গ্রন্থের "মা তোমাকেই" লেখাটি আজকের অস্থির সমাজে ছেলেমেয়েদের মাতৃভক্তি ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

সম্পাদক
এ আই ইসলাম
এম এ জব্বার

আমার মা

জীবনের গতিপথে শত বাধা ছিল
হিংসুকের ফাঁদ পেতে বিপদে পড়িল
যত বাধা পড়েছিল জীবনের পথে
সবকিছু ফেলে দিই জীবনের রথে।

বিষ কাঁটা পথে দিল
অরিদের দল
তোমার দোয়াতে আমি
হয়েছি সফল।

ভয় নাই হবে জয় তোমার সে বাণী
কানে মোর নিত্য বাজে শুধু তাই শুনি
খোদা দয়াময় তুমি মাগি মাগফেরাত
সকলেরে হাসি-মুখে দিয়েছ দাওয়াত।

তোমার বিশ্বাসে আমি রয়েছি অটল
সকল বিপদে তাই হয়েছি সফল
খোদার পরে তুমি আমার জীবনের ধন
তোমার তুলনা নহে আর কোন জন।

আমার স্ত্রী আনোয়ারা

আমার স্ত্রী আনোয়ারা বেবী ডাক নাম
অনেকের কাছে শুনি তাহার সুনাম।
পাক ঘরে যায় সে সন্দেহ তাহার
অন্য কারো পাক নাকি নহে পরিষ্কার।

পাক শেষে দাঁড়ায় সে আমার পাশে এসে
এটা ওটা সবকিছু পাতে দেয় মিশে।

ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম কোথায় কত আছে
সবকিছু বলে যায় আমার পাশে এসে।

কোন খাবারের কত গুণ সবই তার জানা
মাখন খেলে কোলেস্টেরল হয় তাই সেটা মানা।

শাক অতি ভাল খাবার আছে অনেক গুণ
তার সাথে মিশে দেয় দু'একটা রসুন।

এমনি করে দিন কাটায় সে আমার সেবায়,
ডাক্তার না হয়েও গিন্নী বিজ্ঞ চিকিৎসায়।

আমার ভাবী ও বড় ভাই

ছোট্ট বেলায় বাবা মারা যান, ছিল বড় ভাই
পিতার স্নেহে সিক্ত করে তিনি হলেন তাই
ছোট্ট বেলার লেখাপড়ায় সবকিছুতেই তিনি
পিতার স্নেহে সব দিকেতে সিক্ত করেন তিনি।

ভাবী আমার মায়ের মত সরল স্নেহ ভরে
আমি যাতে বড় হই সেই চেষ্টা করে।
কেউ যদি বলে তাকে তোমার কি লাভ হবে
বড় ছেলে থাকলে আমার একই খরচ তবে।

সারা জীবন মায়ের মতন ভালবাসা দিয়ে
আমার জীবন গড়েন তিনি নিজেকে ভুলিয়ে।
এমন ভাবী না থাকিলে জীবন কেমন যেত
ভাবতে আমার কেমন লাগে কেমন তবে হত।

নূর-এ-জান্নাত আয়েশা ইসলাম দিনা

দিনা আমার প্রথম মেয়ে এখন আমেরিকায়
শিক্ষাদীক্ষায় নাহি কেহ তার তুলনায়।
আমার প্রতি ভালবাসায় কোন ক্রুটি নাই
আমার সকল প্রয়োজনে তাকে কাছে পাই।
চিন্তা ভাবনা অনেক বেশি শুধু করে ভয়
এটা ওটা সব কটাতে আমার ক্ষতি হয়।
মাঝে-মাঝে রাগ করে যায় সীমা ছাড়ি
তাকে আমি জানি বলে হিসাব নাহি করি।

মা নীনা

তোমার ১ম দিনের দাওয়াতে
১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৩
আজকে তোমার রান্না খেলাম
স্বাদ লেগেছে মুখে।
পরিবর্তন দেখে তোমার
মন জুড়ালো সুখে।

আপন মনে ধ্যান দিলে
সফল হওয়া যায়
আজকে তুমি প্রমাণ দিলে
আপন ঠিকানায়।

হয়ত তুমি ভুলে যাবে
আগের দিনগুলো।
একটু খানি দেরি হলে
কত গালাগালি।

রাসেল বাবা খুশি আজি
তোমায় সাথে পেয়ে
(খেয়াল রেখ) পেট যেন তার মোটা না হয়
তোমার রান্না খেয়ে।

নাতি-নাতনীরা

প্রিয় নাতি নাতনীরা,
বহুকাল ধরে
বহুদেশ ঘুরে
ঘুরি বহুবার
আমি বারে বারে।

বন্ধু আর বান্ধবীর,
সংখ্যা সীমাহীন
কারো কথা মনে পড়ে
কারো মনে নেই
তবুও পাইনি শান্তি
মনের কিনারে।

আজ আমি তৃপ্ত মনে
তোমাদের দুয়ারে
পত্রে লেখা ভালবাসা
জেগে থাক চিরদিন
তোমাদের অন্তরে।

আমি আজ মনেপ্রাণে হয়েছি তৃপ্ত
তোমাদের ভালবাসায় সিক্ত।

ক্যাপ্টেন রাসেল ও ডাঃ নীনাকে-
(বিবাহের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম দিনে)

"স্নেহের জামাতা ক্যাপ্টেন রাসেল
প্রাণ-প্রিয় মেয়ে মোর ডাক্তার নীনা
তোমরা দুজন সুখে থাকো
করি এ বাসনা।

একটি বছর কেটে গেল কেমন মনে হয়
লক্ষ আশা সবার মনে সততই রয়।

আগামীতে আসুক তোমাদের জীবনের জয়গান
অতীতের সব কিছু যেন হয় ম্লান।

আগামীতেও সুখে থাক তোমরা দুজনা
আজকের এ শুভ দিনে মোদের কামনা।"

-আব্বা ও আম্মা

কবিতা

কালাম, রেণু আরেফিন ও চার নাতনী

আছহাব আমার বড় ভাই পিতার সমান
ভাবী আমার মায়ের মত স্নেহে মহীয়ান।
আবুল কালাম ভাইপো আমার পিতার মত জানে
রেণু আমায় বসায় সদা পিতার আসেনে।

কালামের চার মেয়ে আমার প্রিয় জন
তাদের কথা মনে পড়ে প্রায় সর্বক্ষণ।
'দাদা' বলে যখন ডাকে মন ভরে যায়
তাদের সুখেতে আমি অতি খুশী হই
এমন নাতনি বল পাব আর কই।

আমার এক নাতি নামে আরেফিন
খেলাধুলায় মন তার নহে সঙ্গীহীন
একমাত্র ছেলে সবার আদরের
তার প্রতি ভালবাসা সকলের।

রেণুর তুলনা নাই আমার সেবায়
তার মেয়ের ভালবাসা কভু না ফুরায়
দোয়া করি তাই একসাথে মিলে
সংসারেতে সুখে থাক তাহারা সকলে।

লিনা

লিজা

আরেফিন

লিমা

সীমা

আমার তিন নাতনীঃ কক্সী, তুবা, চেল্‌সী

কক্সী আমার নাতনী সুন্দরী অতুল
সব পরীক্ষায় এক নম্বরে না হয় কোন ভুল।
কথা তাহার খুবই মিষ্টি যেমন চেহারায়
সব কিছুতেই সবাইকে সে সহজে হার মানায়।

তাহার দুই বোন সুন্দরীতে তার তুলনায় নয়
কথাবার্তা মিষ্টি তাদের মায়ের মতই হয়।
বাবার মত শান্ত তারা মায়ের মত হাসি
এ কারণে তিন নাতনীকে আমি ভালবাসি।

আলহাজ্ব ডাঃ অদুদকে

ছোট্টবেলার ভয়ের কারণ
আজকে তুমি শান্ত
স্কুল দিনের অত্যাচারে
সবাই হত ক্লান্ত।

চকচকে আজ সাদা দাড়ি
মুখে শোভা পায়
পান সুপারির দিনগুলি আজ
ভুলে গেছ প্রায়।

এখন তুমি মাওলানা
ধর্মে নিবেশ মন
পরকালে হউক তোমার
বেহেস্তে আসন।

হে পথিক

যদি কোন দিন ভুল করে থাকি
ক্ষমা চাই আমি সবার।
তোমাদের দোয়ায় ক্ষমা করে দেবে
আমার পরওয়ার দেগার।

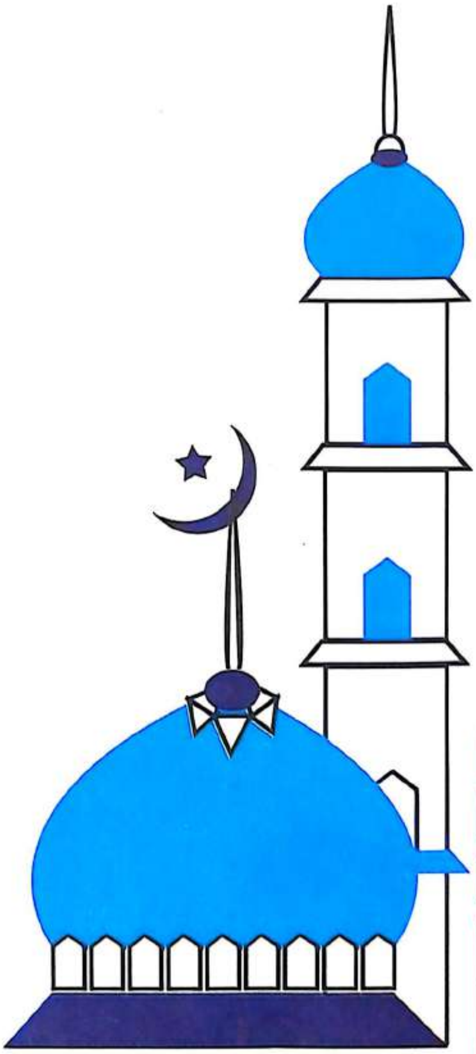

চিরন্তন বাণী

*

তোমরা ভীত হইও না, তোমরা চিন্তিতও হইও না। তোমরা অবশ্যই জয়ী হইবে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখিতে পার।

- আল-কোরআন

*

প্রচুর-ধন সম্পত্তির ভিতর সুখ নেই ;
মনের সুখই প্রকৃত সুখ।

-আল-হাদীস

কবিতা

*

আল্লাহ্‌র কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে কভু শির করিও না নিচু।
এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো বান্দা হবে না বল
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল।

-কাজী নজরুল ইসলাম

*

কোরআনের অনুশাসনই একমাত্র সত্য এবং একমাত্র কোরআনই মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

- নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

*

তুমি যদি পর দুঃখে না হও দুঃখিত,
মানব তোমার নাম না হয় উচিৎ।

- শেখ সা'দী

*

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলের আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

- কামিনী রায়।

*

পবিত্রতা ঈমানের এক অঙ্গ।

- আল-হাদীস

*

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*

এই তিন ব্যাপারে সর্তক থাকুন অতিরিক্ত খাওয়া,
অতিরিক্ত শয়ন করা এবং অতিরিক্ত কথা বলা।

- হোসাইন আহমদ নোমানী।

*

ন্যায় বিচারের রূপ একটি, অত্যাচারের শত রূপ। এই কারণেই ন্যায় বিচার করা অপেক্ষা অত্যাচার করা সহজ।

-প্লেটো।

*

দুঃখ, ঘৃণা এবং ভয়কে পরিহার করতে জানলে সংসারের অনেক অশান্তি দূর হয়।

-জেফারসন।

*

ব্যক্তি বিশেষের একটি আচরণ দেখেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না; তার অন্যান্য আচরণ সম্পর্কেও খোঁজখবর নিও।

হযরত আলী (রাঃ)

কবিতা

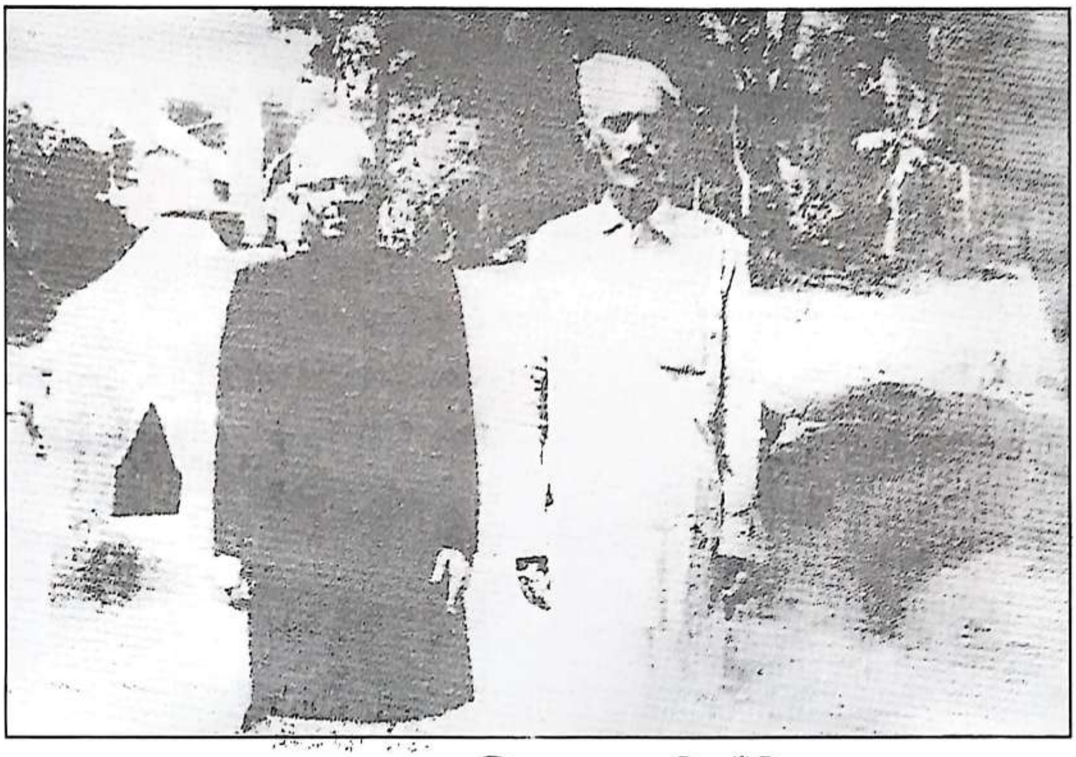

লেখকের জীবনের দু'টি খুঁটি
বামে কালো শেরওয়ানী মামা ইকবালুর রহমান
ডানে বড় ভাই মোঃ আসহাব

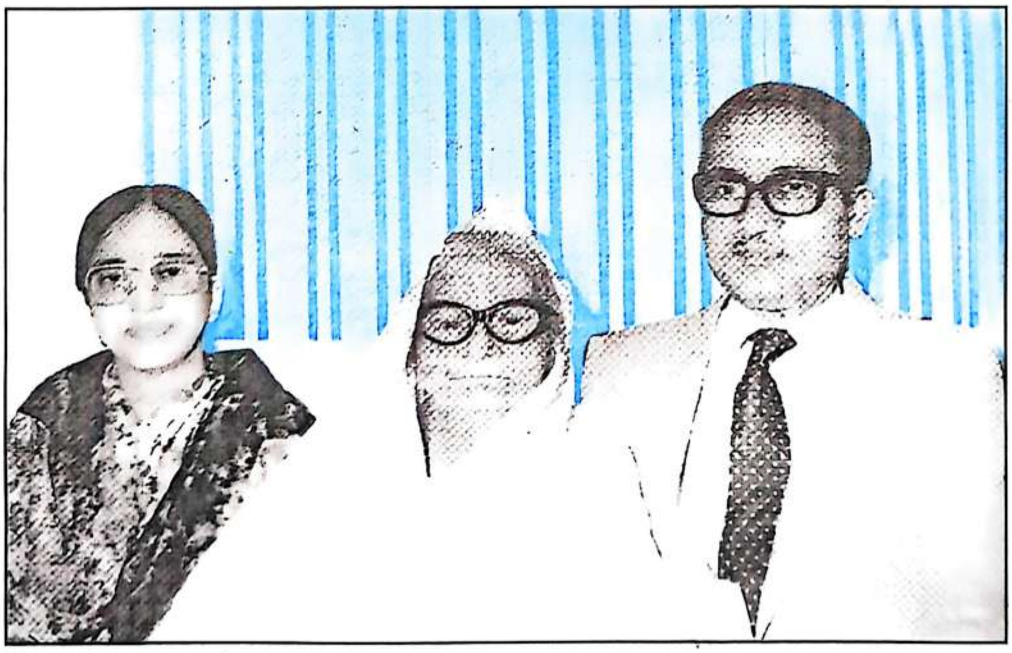

স্ত্রী আনোয়ারা ইসলাম   মা গুলমেহের বেগম   লেখক

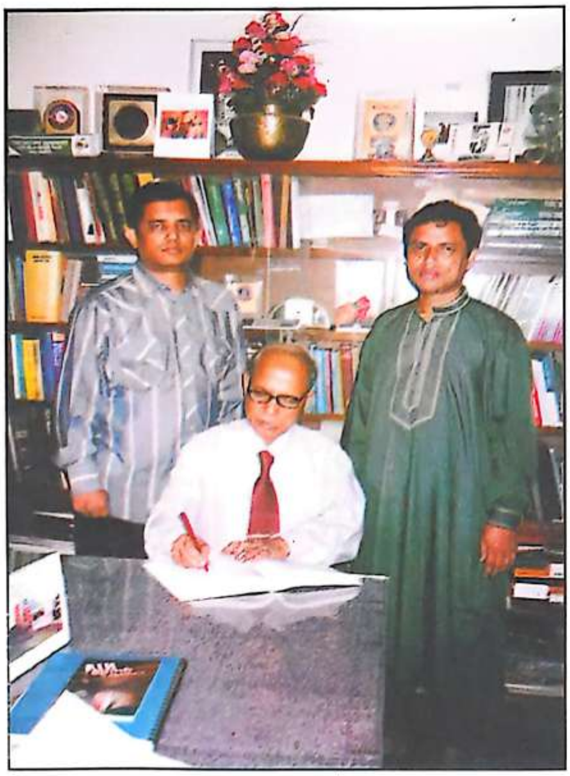

লেখকের সাথে দুই সম্পাদক
এ আই ইসলাম (ডানে), এম এ জব্বার (বামে)

দুই নাতনীকে নিয়ে লেখক, ডানে লিজা ও বামে লিনা

কবিতা

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের **জীবন বৃত্তান্ত**

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম এ দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠ আই.পি.জি.এম.আর. এর রূপকার ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবেই কেবল নন, অসামান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও তৃতীয় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় ওষুধ নীতির অন্যতম স্রষ্টা হিসেবেও বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। কর্তব্যানুরাগ তাঁকে শুধু মহান মানুষে পরিণত করেনি, গত পাঁচ দশকের সাধনা ও ত্যাগ তাঁকে গড়ে তুলেছে এক প্রতিষ্ঠানে। তাঁর চিকিৎসা, সংস্পর্শ, জনভাষণ, গবেষণা ও প্রশাসন এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বাইরে দূর গাঁয়ে জনজীবনে তাঁর মিশে যাবার দিকগুলো লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। মাওলানা ভাসানীর অন্তিম দিনগুলো কেটেছে তাঁরই কাছে। ১৯৮৯ সনে বঙ্গভবনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করার কথা প্রেসিডেন্ট এরশাদ উচ্চারণ করেছেন এ ব্যক্তিত্বকে কাছে রেখে। জন্ম তাঁর ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল, চট্টগ্রামে। মা বেগম গুলমেহের তাঁর জীবনে অপরিমেয় প্রভাব রেখেছেন। বাবার নাম সৈয়দুর রহমান। তাঁর দু'মেয়ের নাম দীনা ও নীনা ইসলাম, এক পুত্র আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম। আনোয়ারা ইসলাম তাঁর সহধর্মিণী। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৯৫১-র এম.বি.বিএস. প্রফেসর ইসলাম বিলাতের ওয়েলস ভার্সিটির টি.ডি.ডি.তে প্রথম স্থান অধিকার করার পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রথম পরীক্ষাতেই এম.আর.সি.পি. (এডিন) হয়েছিলেন ৫৬ সনে। ঢাকা, মিটফোর্ড এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার পর '৬৩ সালে আবার তিনি যান বিলাতে এবার **নাফিল্ড ফেলোশীপে ভিজিটিং প্রফেসর** হিসেবে। এখানে যকৃৎ রোগের উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়। ব্রিটিশ সাময়িকী তাঁকে অভিহিত করেছে **আই.পি.জি.এম.আর.এর ফাউন্ডিং ফাদার** বলে। '৬৫ থেকে '৮৭ র ৩১ শে মার্চ জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাঁর হাতে। লন্ডন রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস '৬৭ তে বিনা পরীক্ষায় এম.আর.সি.পি. ডিগ্রী দিয়েছে তাঁকে। এ অঞ্চলে এ বিরল সম্মান এটাই ছিল প্রথম। আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতেক গবেষণা নিবন্ধ। একাডেমী অব সায়েন্সর স্বর্ণপদক বিজয়ী এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী '৬৩র প্রেসিডেন্ট পদক, '৮৫র কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, '৭০-এর সিতারা-ই-ইমতিয়াজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৯০ এবং ১৯৯২-এর স্মারক স্বর্ণপদক, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ভারতের গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পদক এবং পাকিস্তানের মদিনাতুল হিকমতের ওসিকা-এ-আতরাফ ও মহাত্মা এম কে গান্ধী অহিংস শান্তি পুরস্কার, নরওয়ে সহ বহু পদক অর্জন করেছেন। ২০০০ সালে তিনি সম্মানসূচক ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্বনন্দিত 'আধুনিক' আই.এ.এইচ.এস. এবং ইউ.এস.টি.সি.র (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের) তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামিক মেডিকেল মিশন তাঁরই সৃষ্টি। মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, জাতীয় এইডস কমিটি, জনসংখ্যা কাউন্সিল, বার্ডেম ন্যাশনাল কাউন্সিল, একাডেমী অব সায়েন্সেস, জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাংলায় তাঁর পুস্তক 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ', গ্রন্থ 'প্রেসক্রিপশন', 'কিছু ভাবনা' ও ইংরেজীতে 'মেডিকেল ডায়েগনসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট' ও 'সামথটস্' আন্তর্জাতিক ভাবে সমাদৃত। সু-লেখক, অমায়িক ও জনসেবক এ চিকিৎসক বিভিন্ন রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকসহ অজস্র পেশার মানুষ ও সর্বসাধারণের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। জাতীয় অধ্যাপক ইসলাম আজও এ দেশের সর্বস্তরের আর্ত মানুষের কাছে নিজেকে হাজির করছেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অক্লান্ত সমাজসেবী রূপে।

কবিতা

ISBN : 984-32-0983-9